দেশবন্ধু

দে শ ব ন্ধু

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ১৫০তম জন্মজয়ন্তী স্মারক
প্রবন্ধ সংকলন

সম্পাদনা
গৌতম মুখোপাধ্যায়

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির
বেলুড় মঠ, হাওড়া ৭১১২০২

Published by: Principal
Ramakrishna Mission Vidyamandira
Belur Math, Howrah 711202

Copyright: Principal
Ramakrishna Mission Vidyamandira
Belur Math, Howrah 711202

ISBN: 978-81-951186-5-6

Published on: August 15, 2023

Price: Rs 350/- (Rupees three hundred fifty only)

Cover Design: Gautam Mukhopadhyay

Printed by: Soumen Traders Syndicate
9/3, K. P. Coomer Street, Bally, Howrah 711202
Email: stsbally@gmail.com

প্রকাশকের নিবেদন

গত ২০২১-এর ৩ ও ৪ সেপ্টেম্বর অতিমারী পরিস্থিতির মধ্যেই রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির কলেজের উদ্যোগে যথাক্রমে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আবির্ভাবের ১৫০ ও ১২৫ বৎসর স্মরণে আন্তর্জালিক মাধ্যমে দুই দিনব্যাপী আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত আলোচনাচক্রে উদ্বোধনী ভাষণ দিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের পরম পূজ্যপাদ সাধারণ সম্পাদক স্বামী সুবীরানন্দজী মহারাজ। বিদ্যামন্দিরের তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী একচিত্তানন্দজী মহারাজ পরবর্তী পর্যায়ে উক্ত আলোচনাচক্রের বক্তাদের কাছ থেকে লিখিত আকারে তাঁদের বক্তব্যগুলি সংগ্রহ করে দুইটি পৃথক খণ্ডে (একটি দেশবন্ধু ও অপরটি নেতাজীর উপরে) প্রকাশ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। তারই ফলশ্রুতি দুটি প্রবন্ধ সংকলন। একচিত্তানন্দজী দুটি প্রবন্ধ সংকলনেরই প্রকাশনা সংক্রান্ত কার্যভার ইতিহাস বিভাগের অন্যতম অধ্যাপক গৌতম মুখোপাধ্যায়কে অর্পণ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে নানা ঘটনা-পরম্পরায় এই কাজটি সাময়িক ভাবে মন্থর গতিপ্রাপ্ত হয়। তার প্রধান কারণ, অতিমারীর প্রভাবে বেশ কিছু সঙ্কট এবং বেলুড় মঠ প্রশাসনের নির্দেশে বিদ্যামন্দিরের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে কতকগুলি রদবদল। এই পরিস্থিতিতে অনেকটা পরে স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দজী সাময়িকভাবে বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষের দায়িত্ব যখন গ্রহণ করেন বা তারও পরে যখন তিনি রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ তথা বিদ্যামন্দিরের সম্পাদকের পদে আসীন, তখন গ্রন্থ দুইটি প্রকাশের জন্য পুনরায় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। তখনই আলোচনাচক্রের বাইরেও দু-একজন লেখকের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের কাছ থেকেও কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ সংগ্রহ করা হয়। এর পরবর্তী পর্যায়ে বিদ্যামন্দিরের বর্তমান অধ্যক্ষের পক্ষ থেকেও দ্রুততার সঙ্গে কাজটি শেষ করার জন্য চেষ্টা শুরু হয়। তবুও নানা কারণে কাজটি শেষ করতে যথেষ্ট বিলম্ব হল। তবু অবশেষে পরিকল্পিত গ্রন্থদ্বয়ের একটি, *দেশবন্ধু,* যেটি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের উপরে লিখিত নানা প্রবন্ধের সংকলন, তা প্রকাশ

করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। অপর সংকলনটির কাজও প্রায় শেষপর্যায়ে। এই সংকলনে পূজ্যপাদ সুবীরানন্দজী মহারাজের ভাষণটিকে ভূমিকা হিসাবে প্রকাশ করতে পেরে আমরা গর্বিত ও আনন্দিত। তাঁকে বিদ্যামন্দিরের পক্ষ থেকে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি। অধ্যাপক গৌতম মুখোপাধ্যায় আন্তরিকভাবে গ্রন্থটির যথাযথ প্রকাশে সহায়তা করেছেন। তাঁকে গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই। এই প্রকাশনা এবং সামগ্রিক পরিকল্পনার সাথে যুক্ত হয়েছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের স্বামী বিবেকানন্দ রিসার্চ সেন্টার (SVRC)-এর জয়েন্ট কোঅর্ডিনেটর স্বামী উমাপদানন্দজী। তাঁকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। আরও যুক্ত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির বোস হাউস ক্যাম্পাসের কর্মীবৃন্দ, যাঁদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। পাঠক সমাজে গ্রন্থটি সমাদৃত হলে আমরা আরও আনন্দ পাব। পুণ্যত্রয়ীর কাছে গ্রন্থের সকল লেখকসহ এই কাজে যুক্ত অন্যান্যদের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করি।

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির
বেলুড় মঠ, হাওড়া
৪ জুলাই ২০২৩ (বিদ্যামন্দিরের শুভ প্রতিষ্ঠাদিবস)

স্বামী মহাপ্রজ্ঞানন্দ
অধ্যক্ষ
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির

সম্পাদকের নিবেদন

দীর্ঘ অপেক্ষার পর দেশবন্ধু প্রবন্ধ সংকলনটি প্রকাশিত হওয়ায় খুব আনন্দ হচ্ছে। যে কঠিন পরিস্থিতিতে এটি সম্পাদনার দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছিল তাতে কাজটি নানা স্তরে কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠেছিল। আন্তর্জালিক মাধ্যমে যে আলোচনাচক্র হয়েছিল তাতে উদ্বোধনী ভাষণ দিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের পূজ্যপাদ সাধারণ সম্পাদক স্বামী সুবীরানন্দজী মহারাজ। তাঁর ভাষণটিকে আমরা এই সংকলনের ভূমিকা হিসাবে প্রকাশ করতে পেরে গর্বিত বোধ করছি। বাকি লেখকদের মধ্যে সাত জন উক্ত আলোচনাচক্রে অংশ নিয়েছিলেন— স্বামী বলভদ্রানন্দজী মহারাজ, অধ্যাপক পৃথ্বীরাজ বিশ্বাস, অধ্যাপক অমর্ত্য কুমার দত্ত, অধ্যাপিকা মহুয়া সরকার, অধ্যাপক দিলীপ নাহা, অধ্যাপক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী অশোক কুমার রায়। এর বাইরে পরবর্তী পর্যায়ে আরও দুইজন লেখক যোগ দিয়েছেন এবং তাঁদের অংশগ্রহণের ফলে বিষয়সমূহের বৈচিত্র্য যে বর্ধিত হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। সর্বমোট দশটি লেখা এই সংকলনে স্থান পেয়েছে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সময়কাল এমনই এক ক্রান্তিলগ্ন যেখানে ভারতের জাতীয় রাজনীতি ধীরে ধীরে নাবালক থেকে সাবালকত্বের পথে ধাবমান। এই সময়েই নানাভাবে একদিকে যেমন নরমপন্থী রাজনীতির বিকাশ দেখা গেছে তেমনি একটা সময়ে চরমপন্থা ও বৈপ্লবিক রাজনীতির বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। এই পর্যায়ে একদিকে যেমন দেশবন্ধু নিজের আর্থিক লোভ ও সুখী জীবনের হাতছানি ত্যাগ করে বিপ্লববাদের পাশে থেকেছেন তেমনি পরবর্তীকালে ভারতের রাজনীতিতে যখন গান্ধীজীর হাত ধরে বৃহত্তর পটপরিবর্তন ঘটেছে, তখন এক ভিন্ন মাত্রায় তিনি নিজের অবস্থান ব্যক্ত করেছেন। এই প্রবন্ধ সংকলনে কিন্তু এই দীর্ঘ, বৈচিত্র্যময়, ঘটনাবহুল ও বহুমাত্রিক জীবনের বিবর্তনটিকে ধরার চেষ্টা

করা হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের রাজনীতির সঙ্গে যেমন বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের রাজনীতির বিস্তর পার্থক্য ছিল, তেমনি পরবর্তীকালে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকের রাজনীতিকেও পূর্বের থেকে অনেকটাই পৃথক করে দেখা যেতে পারে। এত অল্প সময়ে এত বিস্তৃত পটপরিবর্তন বোধ করি ভারতের রাজনীতির ইতিহাসে বিরল। আর ঠিক এই সময়েই চিত্তরঞ্জন তাঁর সমস্ত সত্তা দিয়ে দেশমাতৃকার সেবায় নিয়োজিত। এর পিছনের উপাদানগুলি কি ছিল, তা দেখার চেষ্টা করা হয়েছে স্বল্প পরিসরে। স্বামী বলভদ্রানন্দজীর রচনায় উঠে এসেছে, কিভাবে তাঁর সমগ্র জীবন জুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবমণ্ডলের প্রভাব পড়েছিল গভীরভাবে। জীবনের প্রথমভাগে যখন তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেননি, সেই পর্বের মহাজীবনের খণ্ডিত অংশ নিয়ে আলোচনা করেছেন অধ্যাপক পৃথ্বীরাজ বিশ্বাস। এর পরে পরেই ঋষি অরবিন্দের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক, যা বিপ্লবী আন্দোলনের আঙিনায় দেশবন্ধুর অন্যভাবে পদার্পনের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিল। এখানে চিত্তরঞ্জন লড়েছিলেন আইনি লড়াই—বিপ্লববাদের পক্ষে, অরবিন্দের পক্ষে। ইতিহাসের এই স্তরটি আলোচনায় এনেছেন অধ্যাপক অমর্ত্য কুমার দত্ত। বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের রাজনৈতিক টানাপোড়েনের প্রেক্ষাপটে চিত্তরঞ্জন দাশের অবস্থান নিয়ে নতুনতর আলোকপাত করেছেন অধ্যাপক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সময় থেকেই আঞ্চলিক রাজনীতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, যে সম্পর্কে আলোচনা বৃহত্তর ভারতের রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাসের তলায় অনেকটা উপেক্ষিত হয়ে থাকে। সেদিক থেকে বিচার করলে আঞ্চলিক রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে এই আলোচনা এক নবতম সংযোজন। আর এই আলোচনার সূত্র ধরেই যেন স্বদেশী থেকে স্বরাজ্যদল প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত দেশবন্ধুর ক্রমবিবর্তিত রাজনৈতিক সত্তাটিকে ধরার চেষ্টা করেছেন অধ্যাপক দেবাশীষ পাল। এই পর্বে ধীরে ধীরে অপর এক মহামানব তাঁর সংস্পর্শে এসে রূপান্তরিত হচ্ছিলেন, প্রস্তুত হচ্ছিলেন এক সুদীর্ঘ ব্যতিক্রমী রাজনৈতিক

যাত্রার উদ্দেশ্যে। এখানে দেশবন্ধু যেন গুরু, আর সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর শিষ্য। এই গুরু-শিষ্যের পবিত্র বন্ধনের দিকটি তুলে ধরেছেন অধ্যাপক দিলীপ কুমার নাহা।

সংকলনের পরবর্তী অংশে রয়েছে দেশবন্ধু সম্পর্কিত কয়েকটি অন্যান্য প্রবন্ধ যেখানে এই মহাজীবনের কয়েকটি দিক তুলে ধরা হয়েছে। অধ্যাপিকা মহুয়া সরকারের আলোচনায় উঠে এসেছে দেশবন্ধুর সম্প্রীতি ভাবনার দিকটি। তাঁর জীবনের শৈল্পিক দিকটি তুলে আনতে তাঁর সাহিত্য ও সঙ্গীতচর্চা বিষয়ে আলোচনা করেছেন অধ্যাপক নূরমহম্মদ সেখ। আর সর্বশেষে দেশবন্ধু দ্বারা প্রকাশিত *নারায়ণ* পত্রিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক শ্রী অশোক কুমার রায়।

আশা করা যায়, প্রবন্ধগুলিকে যে ক্রমানুসারে সাজানো হয়েছে তা পাঠকদের ভাল লাগবে। প্রবন্ধ সংকলনটি দ্বিভাষিক হওয়ায় হয়তো কোথাও কোথাও অসুবিধা থাকতে পারে। সেগুলিকে সাজানোর ক্ষেত্রেও বলা বাহুল্য, ভাষা নয়, তার আলোচিতব্য বিষয়টিকে মাথায় রাখা হয়েছে। অনিচ্ছাকৃত কিছু ভুলত্রুটি থেকে গেল, তাই আমি অগ্রিম ক্ষমাপ্রার্থী।

পরিশেষে স্মরণ করি, বিদ্যামন্দিরের পূর্বতন অধ্যক্ষদ্বয় স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দজী এবং স্বামী একচিত্তানন্দজী মহারাজ সর্ব সময়ে উৎসাহ যুগিয়েছেন। সম্পাদনার কাজে ক্রমাগত যাঁদের সহযোগিতা পেয়েছি তাঁরা হলেন শ্রীযুক্ত মিলন সিংহ ও শ্রীযুক্ত সঞ্জয় দে (উভয়েই বাংলা বিভাগে অধ্যাপনারত)। বিশেষ করে তাঁরা উভয়েই বাংলা বিভাগের স্নাতকোত্তর প্রথম এবং দ্বিতীয় বর্ষের (২০২১-২২) ছাত্রদের সহায়তায় প্রুফ সংশোধনের কাজটি করে আমাকে ঋণী করেছেন। উপরন্তু অধ্যাপক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা থেকে প্রাথমিক অনুলিখনের কাজটি করেছে ইতিহাস বিভাগের স্নাতকোত্তর প্রথম বর্ষের (২০২২-২৪) ছাত্র শ্রী সন্দীপ মণ্ডল। তার জন্য শুভকামনা রইল। সকলের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা থেকে শুরু করে পুরো বিষয়টিকে পরিচালনার কাজটি

নিঃশব্দে করে গেছেন রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের স্বামী বিবেকানন্দ রিসার্চ সেন্টার (SVRC)-এর জয়েন্ট কোঅর্ডিনেটর স্বামী উমাপদানন্দজী। তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বিদ্যামন্দিরের বর্তমান অধ্যক্ষ স্বামী মহাপ্রজ্ঞানন্দজী যেভাবে গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছেন তা অবশ্যই স্মরণযোগ্য। সবশেষে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই এই সংকলনের লেখকগণকে, যাঁরা অসীম ধৈর্যের সঙ্গে সংকলনটি প্রকাশের জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেছেন। পাঠকমহলে সংকলনটি সমাদৃত হলে আনন্দিত হব।

গৌতম মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রকাশকের নিবেদন	
সম্পাদকের নিবেদন	
Introduction Swami Suvirananda	১৩
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন : রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবমণ্ডলে স্বামী বলভদ্রানন্দ	১৯
Pre-political Life of Chittaranjan Das Dr. Prithwiraj Biswas	৩৯
Deshbandhu and Sri Aurobindo Amartya Kumar Dutta	৫৭
বাংলার স্বদেশী আন্দোলন ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৬
চিত্তরঞ্জন দাশ ও তাঁর রাজনৈতিক সত্তার বিবর্তন *স্বদেশী থেকে স্বরাজির পথে* দেবাশীষ পাল	৯৭
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু *গুরু-শিষ্যের বন্ধনে* দিলীপ কুমার নাহা	১২১
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সম্প্রীতি ভাবনা মহুয়া সরকার	১৪১
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সাহিত্য ও সঙ্গীতচর্চা নূরমহম্মদ সেখ	১৫৫
নারায়ণ অশোক কুমার রায়	১৬৩

Introduction

Swami Suvirananda

Revered Swami Divyanandaji – the Secretary of Ramakrishna Mission Saradapitha which is an esteemed seat of higher education, both Swamis Ekachittananda and Mahaprajnananda – Principal and Vice-Principal respectively of the Vidyamandira college, learned members of the faculty, brother monks, and, most importantly, dear students of Vidyamandira college! I consider this a proud privilege to have the opportunity of participating in this 'Online Webinar'.

'Man is the maker of History', said Will Durant in his look 'The Lessons of History'. Standing at the threshold of Platinum Jubilee of our great independence, we remember four great souls – Swami Vivekananda, Deshbandhu Chittaranjan Das, Netaji Subhas Chandra Bose and Mahatma Gandhi. If we cast a glance at the story of our freedom struggle, we find that our leaders of the freedom movement were sharply divided between two groups – one being led by Mahatma Gandhi, another by Netaji Subhas Chandra Bose. In this context, it is interesting to note that both Gandhiji and Netaji were influenced by Swami Vivekananda. Although we are confined to the discussions on Netaji and Deshbandhu in this webinar, here I would like to move slightly out of context. I must mention that we cannot skip Gandhiji. Once Lenin told M.N. Roy, the protagonist of 'radical humanism', "As a leader and inspirer of a mass movement in India, Gandhi is objectively

and evidently a revolutionary." Again, amongst the leaders of our freedom struggle Gandhiji, beyond doubt, was the tallest mass-leader. Swami Vivekananda gave a clarion-call to the young country-men – "Thou, too, clad with but a rag round thy loins proudly proclaim at the top of thy voice: 'The Indian is my brother, the Indian is my life, India's gods and goddesses are my God. India's society is the cradle of my infancy, the pleasure-garden of my youth, the sacred heaven, the Varanasi of my old age.' Say, brother: 'The soil of India is my highest heaven, the good of India is my good.'" If anybody amongst our leaders really practised this, it was Gandhiji.

If we peep into Netaji's life, we are convinced that Netaji wanted to become a member of the militia of Swami Vivekananda which consists of monks only. He came to Swami Brahmanandaji who advised him to consecrate his life for the cause of our Motherland – 'Bharat-Mata'. Later on Subhas Chandra Bose gratefully acknowledged the influence of Ramakrishna-Vivekananda in his life and struggle. In a way, India's freedom is the outcome of Swami Vivekananda's blessings. Swamiji told Bal Gangadhar Tilak that India would get freedom most unexpectedly on completion of 50 years from then. Swamiji said this on 14th August evening of 1897, and India got freedom at the stroke of the midnight of 14th August of 1947, exactly after 50 years. What a powerful blessing it was! What an accurate prediction indeed!

Friends! I am mentioning all these so that we can take a holistic approach towards assessing these two personalities – namely 'Deshbandhu' and 'Netaji'. The focal point of our discussion is – contributions of these two great stalwarts to the freedom struggle of India. While Netaji Subhas Chandra Bose is a household name through the length and breadth of India, Deshbandhu is a household name in Bengal even after

96 years of his passing away. While Netaji was considered a spiritual son of Vivekananda, Deshbandhu was an ardent admirer of Vivekananda. Both apparently were destined to be ICS, but ultimately made great sacrifices for the sake of India's freedom struggle.

First, let us talk about Deshbandhu Chittaranjan Das. He was a leading figure in Bengal during the 'Non-cooperation Movement' of 1920-1922 and initiated the ban on British-made clothes, setting an example by burning his own European clothes and wearing Khadi clothes. He was a believer in non-violence and constitutional methods for the realization of national independence, advocated Hindu-Muslim unity, cooperation and communal harmony, and championed the cause of national education. He resigned his presidency of the Indian National Congress at the Gaya session in 1922 after losing a motion on 'No Council Entry' to Gandhiji's faction. He then founded the Swaraj Party, with veteran Motilal Nehru in 1923, to express his uncompromising opinion and position. To say the least, one must admit that Chittaranjan's memory will be cherished by his countrymen as that of a builder rather than a destroyer. When he entered Indian politics, he found political ideals and parties in a most nebulous and chaotic condition. The masses generally, and a large portion of the classes were still sleeping in the long night of medieval mysticism and inaction. Chittaranjan tried to awaken his people from this deep slumber and elevated them to a new born consciousness of nationhood.

This will remain the principal land mark of his political work – the whole people brought under a common standard, inspired by ideals of self-help and determination, and set to work out their own destiny, without any extraneous aid or help. In his immense sacrifice for political idealism, in risking

his health and life for organizing a new political party, and in his integrity, doggedness & tenacity, Deshbandhu had no equal in India. Chittaranjan's sympathy for his countrymen, his spirit of sacrifice, his greedlessness, his courage and magnanimity, his grace and dignity – all together made him a real Chittaranjan!

Years before what Lord Lytton, the then Governor of Bengal, had said to Lord Olivier, the Secretary for India in the first Labour Govt., about the great Indian leader Deshbandhu Chittaranjan Das that, "Mr. Das in India had the reputation of being a particularly upright and scrupulous politician, second only to Gandhi himself in saintliness of character", later Rabindranath Tagore summed up in the following beautiful message at his demise:

"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।"

"Man truly reveals himself through his gift and the best gift that Chittaranjan Das has left for his countrymen is not any particular political or social programme, but the creative force of a great aspiration that has taken a deathless form in the sacrifice which his life represented."

Now, let us come to Netaji Subhas Chandra Bose, a household name throughout the length and breadth of India. It's a name so mystical yet a reality, so romantic yet classical. I personally feel, after Swami Vivekananda, Netaji is the name which commands the maximum respect of the Indians irrespective of caste, creed, community or complexion in India. He is second only to Vivekananda whose name inspires confidence, fearlessness, patriotism etc. amongst men and women, especially youths. "Give me Blood, and I shall give you freedom" – is the epitome of his approach and

contribution in the freedom struggle. The debate between 'he died' and 'he did not die' made him not only immortal, but also 'a mystery' which will always keep him alive in the hearts of the millions. This has elevated him almost to the level of a mythological deity. Even now, many people strongly believe that Netaji is still alive! Netaji did not die! Yes, Netaji lives in the hearts of millions of Indians. Some say that attempts were made to carry out a vilification campaign against Netaji, though it did not meet with success. Netaji formed INA (Indian National Army). Netaji believed in armed-struggle, freedom from shackles of bondage at any cost, democracy and socialism, although he was of the opinion that after independence there should be 'benevolent dictatorship' for ten years. His love for spirituality can never be overestimated. He strongly believed that India was a land of spirituality. As such every breath of Indian national life should be backed by spirituality. Netaji believed in 'Secularism' if this word means inclusiveness and harmony of religions.

The first sixteen years of Subhas Chandra's life were years of violence. In a way, the geo-political scenario of the contemporary Bengal led him to believe in the perception of assumed confrontation with the British rulers. This conviction resulted in following a militant policy and being an exponent of revolution, while the Congress party officially endorsed 'non-violence' as its policy and therefore the Congress believed in moderation based on parliamentary and constitutional methods. The imperialistic Britishers used to consider him a traitor, while to the Indians he was a 'Hero'. Like Swami Vivekananda, Subhas Bose also believed in spiritual strength, as has been mentioned already. 'Awakening of soul' is necessary to dispel the darkness of a long night. He believed in the Upanishadic Gospel—"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য

বরান্ নিবোধত"—"Arise, awake and stop not till the goal is reached". This is why, we find him engaged in discussion regarding spiritual matters hours after hours with Swamis of Ramakrishna Order or absorbed in deep meditation for hours together secretly sitting inside the sanctum sanctorum of Ramakrishna temple—be it at Ramakrishna Mission Singapore or Ramakrishna Mission Rangoon.

Today, it is sure that Netaji is no more amongst us physically, but his spirit is there everywhere in Bengal—in India. We may remember the famous and favorite slogan —'নেতাজী অমর রহে' (Let Netaji remain immortal!).

Netaji, I strongly feel, is very much present in the scheme of things of Vivekananda. If Vivekananda was 'theoretical science', then Netaji was certainly 'applied science'. If Vivekananda was 'condensed India', Netaji was certainly his flag-bearer.

In fine, standing at this juncture when our nation is through its 75 years of Independence, let us salute the hallowed memory of this two heroes of our freedom-struggle of our beloved motherland – namely Deshbandhu Chittranjan Das and Netaji Subhas Chandra Bose.

Before I wrap up, I wish the very best to each and every one of the organizing committee and also congratulate them for conducting this webinar. I express my gratitude to Swami Ekachittananda, the Principal of the Vidyamandira college and my grateful regards to Swami Divyanandaji, who is the Secretary of the Governing Body of this college, for having invited me to inaugurate this two-day international webinar. I gladly do so. I also congratulate the speakers, who, I am sure will make every one of us rich through their learned deliberations.

Jai Hind! Jai Deshbandhu! Jai Netaji!

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ঃ রামকৃষ্ণ–বিবেকানন্দ ভাবমণ্ডলে

স্বামী বলভদ্রানন্দ

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবনটি বহুমাত্রিক। ব্যারিস্টার আবার দেশসেবক। তার জীবনকাল ১৮৭০–এর ৫ই নভেম্বর থেকে ১৯২৫ সালের ১৬ জুন পর্যন্ত। তিনি যখন যুবক, সেই সময় রামকৃষ্ণ–বিবেকানন্দ ভাবধারার একটা প্রভাব সাধারণ শিক্ষিত ভারতবাসীর উপর, বিশেষত যুব–সমাজের উপরে ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ কয়েক বছর ধরেই এই প্রভাবটি খুব প্রবল ভাবে লক্ষিত হতে শুরু করেছিল। আমরা সকলেই জানি, এটি এখন প্রতিষ্ঠিত সত্য, স্বাধীনতা আন্দোলনসহ ভারতবর্ষের নবজাগরণের পেছনে একটি মূল প্রেরণা ও চালিকাশক্তি ছিল রামকৃষ্ণ–বিবেকানন্দের প্রভাব। এই ভাবধারার প্রধানতঃ তিনটি প্রভাব সাধারণের উপরে ছিল — বিশেষতঃ শিক্ষিত সমাজের উপরে, শিক্ষিত সমাজের মধ্যেও বিশেষতঃ যুব–সমাজের উপরে। সেগুলির একটি হল ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গর্ববোধ। আমরা পরাধীন হতে পারি, কিন্তু যাদের আমরা অধীন, বহুদিক দিয়েই আমরা তাদের থেকে মোটেই হীন নই। এই গর্ববোধটি বিবেকানন্দ ভারতবাসীর মনে এনে দিয়েছিলেন তাঁর শিকাগো ধর্মসভায় ও পরবর্তী বছর চারেকের পাশ্চাত্য জীবনের মাধ্যমে এবং তার পরে ভারতে ফিরে এসে তিনি কলম্বো থেকে আলমোড়া পর্যন্ত যে বক্তৃতাগুলি দিয়েছিলেন, সেগুলির মাধ্যমে। রোমাঁ রলাঁ ভারতে প্রত্যাগত স্বামীজীর জীবনের এই অংশটি সম্বন্ধে বলেছেন — তিনি যেন আবার ভারত পরিক্রমা করলেন, তবে এবার দিগ্বিজয়ী বীরের বেশে, রাজার মতো এবং যীশুখ্রীষ্টের আহ্বানে মৃত ল্যাজারাস যেমন জীবিত হয়ে কবর থেকে উঠে এসেছিল, কলম্বো